আবে......কয় কি!

আয়না শাহ

আমার এ লেখা পোষ্ট হবার আগেই যদি অভিজিৎ রায়ের মুখোস ৩য় পর্বের জবাব পোষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি হয়তো বলবেন যে রুদ্র মোহাম্মদ নামে কেউ তার কাছে লেখাটি ওয়ার্ড ফরমেটে পাঠিয়েছিল, আর তিনি কেবল তা পিডিএফ করে কুদ্দস খানের কাছে পাঠিয়েছেন এজন্যই পিডিএফ ভার্সনে তার নাম এসেছে। এখানে আগেই বলে নেয়া ভালো যে, যদি তাই হয়, তবে তিনি লেখাটি তার নিজের সাইটে কেনো পোষ্ট করেননি। এর জবাব তিনি যেভাবেই দেবার চেষ্টা করুন না কেনো, তা আর হালে পানি পবেনা। আর যদি তিনি এ লেখাটি দেখে ফেলেন তবে হয়তো অন্য কোনো যুক্তি নিয়ে হাজির হতেও পারেন।

তবে জিয়া উদ্দিন সাহেব তার মোখোস উন্মোচনে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, এর বিপরিতে আর কোনো যুক্তি দিলে তা কেবল হাসির উদ্রেক করা ছাড়া আর কোনো ফলই দেবেনা।এর আগেও আব্দুর রহমান আবিদের সাথে প্রতারণায় ধরা পড়ে অভিজিৎ রায় তুষার ইমরান নাম দিয়ে আবিদের বিরূদ্ধে একটি লেখা লিখেছিলেন, যাকে আবিদ অভিজিৎ এর লেখা বলে দাবী করলে তিনি রেগে মেগে আবিদকে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বলতে হবে ওটাও তারই লেখা ছিলো। এখন সময় এসেছে কুদ্দুস খান সহ ভিন্নমত আর মুক্তমনা গোষ্টির সবাই একযুগে স্বীকার করার যে, তারা জেনে বুঝেই এতোদিন ধরে একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী মানুষের বিরূদ্ধে বিষ ছড়িয়ে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টায় পরস্পর যোগসাজসে জড়িত ছিলেন। কুদ্দুস খানতো আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন তারা সবাই নামে বেনামে লেখালেখি করেন। এবার এই গোষ্টির পালের গোদারও পরিচয় যখোন জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে গেলো, তখোন একথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই ফোরামগুলোতে যারাই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে অহরাত্রি বিষোদগার করে চেলেছেন, বিভিন্ন নামে তারা লেখালেখি করলেও আসলে এরা এই কয়জনই। এখানে দিগন্ত, আসগর, ঢাকাইয়া, আলমগীর, নিত্যানন্দ অথবা অন্য যে নামেই লেখ ছাপা হোকনা কেনো, এটা যে রসুনের এক একটি কোয়া আর রসুনটি যে টলারেন্সের ঠিকাদার কুদ্দুস খান অথবা মুক্তমনার উদার সত্যবাদী অভিজিৎ রায়ের যৌথ প্রযোজনা একথা আর কাউকে বলে বুঝাতে হবেনা। এই মুখোস উন্মোচনের মাধ্যমে এই প্রযোজকদের বিশ্বসযোগ্যতা একেবারে শুন্যের কোঠায় চলে গেলো। পাঠকদেরকে এরা এতোদিন ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে হেইট ক্রাইম ছড়ানোর মাধ্যমে এরা যে মজা লুটছিলো, পাঠকরা এখোন এদের কাছে আইনতঃ হিসাব চাইতে পারেন।

মুখোস ৩য় পর্বের মাধ্যমে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, টলারেন্সের ঠিকাদার কুদ্দুস খান জেনে বুঝে অভিজিৎ এর সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে রুদ্র মোহাম্মদ নামে অভিজিৎ এর লেখা পোষ্ট করেছেন। এটা যে একটি প্রতারণা এবং এজন্য পাঠকরা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন কি না তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি এই লেখনীর মাধ্যমে আইনজ্ঞদের পরামর্শ কামনা করছি।

জিয়া উদ্দিন সাহেবকে তারপরও একটি ধন্যবাদ দেয়া থেকে কি করে বিরত থাকতে পারি?

সবাইকে এই প্রতারক চক্র থেকে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়ে আজকের মতো এখানেই ইতি।